সুপ্রভাত
তারিখ 15 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ড. গোলাম মোহাম্মদ ভূঞা

জিপিএ'র ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি কি সঠিক?

আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, শিক্ষকতা ও টুকটাক গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকি। খবরের কাগজে লেখালেখির অভ্যাস খুব একটা নেই, শিক্ষা সম্বন্ধীয় কিছু হলে মাঝে মাঝে একটু-আধটু লিখি। এটাও নেশায় নয় বরং বিবেকের তাড়নায়। যেমন লিখেছিলাম একমুখী শিক্ষা বিষয়ে। আজকের লেখাটিও ঠিক তেমনই একটি ব্যাপার। বিভিন্ন খবরের কাগজে একটি শিরোনাম দেখে আশ্চর্য হই। শিরোনামটি ছিল 'জিপিএ'র ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি করতে বলবে ইউজিসি।' ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রথমে ব্যাপারটিকে ব্যক্তিগত অভিমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন কিন্তু পরক্ষণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলায় ব্যাপারটি আর ব্যক্তিগত থাকল না, এটাই ইউজিসিরই প্রস্তাব হয়ে গেল। যাহোক এটা বলার পেছনে তিনি যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা হল— ১. বিদেশেও গ্রেড পয়েন্টের ভিত্তিতে ভর্তি হয়, এমনকি আমাদের যেসব ছাত্রছাত্রী বিদেশে পড়তে যায় তারাও ভর্তি পরীক্ষা দেয় না। ২. যেহেতু এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা নকলমুক্ত হয়েছে এবং পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়েছে সেহেতু এ ফলের ওপর ভিত্তি করে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি করা যেতে পারে। এ বিষয়টি সমর্থন করে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বলেন, প্রক্রিয়াটি মন্দ নয়, কারণ এতে কোচিং নামের ব্যাধিটি দূরীভূত হবে এবং দরিদ্র অভিভাবকের অর্থাপচয় রোধ হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ভর্তি বন্ধ হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা না করে কি চমৎকার যুক্তিই না কর্তাব্যক্তিরা দেখালেন।

এ প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটা প্রথমে আসে সেটা হল উচ্চশিক্ষা কি? তার উদ্দেশ্যই বা কি? আর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য যোগ্য কারা? আমার স্বল্প জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় যতটুকু বুঝি, উচ্চশিক্ষা হল শিক্ষার এমন একটি স্তর বা পর্যায় যেখানে শিক্ষার্থীরা তার পছন্দমাফিক কোন একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করবে। উচ্চশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে পঠিত বিশেষ শাখায় বর্তমান শব্দ জ্ঞানের গভীরে পৌঁছানো এবং এ উপলব্ধি ও লব্ধ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা।

কালক্রমে এ সৃজনশীল ব্যক্তিরা এদের মেধা বিকাশের মধ্য দিয়ে যুগোপযোগী নতুন নতুন ধ্যান; ধারণা ও প্রযুক্তি আবিষ্কার করে দেশ ও জাতিকে (এমনকি গোটা বিশ্বকে) সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে দিকনির্দেশনা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একথাও স্বীকার করি যে, কয়েকজন প্রকৃত সৃজনশীল ব্যক্তি গোটা জাতির ভাগ্যের চাকার গতি পরিবর্তন করে দিতে পারে। আশপাশের বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে আমরা এর অনেক উদাহরণ দেখতে পাই।

সবার জন্য উচ্চশিক্ষা নয়। ওইসব ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষায় যাওয়া উচিত যাদের মুখস্থ ক্ষমতা নয় বরং মেধাশক্তি প্রবল, বিশ্লেষণী ক্ষমতা তীক্ষ্ণ, জ্ঞান অন্বেষণে অত্যাগ্রহী ও সৃজনশীল ধ্যান-ধারণায় আবিষ্ট। গতানুগতিক পরীক্ষার ফলাফল থেকে এগুলো সবসময় যাচাই করা যায় না। তাই সব উন্নত দেশে কোন না কোনভাবে এগুলো যাচাইয়ের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করা হয়, ঢালাওভাবে গ্রেডিংয়ের ওপর নয়।

আমি যতদূর উপলব্ধি করি (যেহেতু আমার ছেলেমেয়েরা বর্তমানে স্কুল ও কলেজে পড়ছে) এ দেশের সেরা স্কুল ও কলেজগুলোয় পড়াশোনা সঠিকভাবে হচ্ছে না। তাৎক্ষণিকভাবে অনেকে হয়তো বলে বসবেন ভালো স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা ঠিকমতো না হলে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় এত ভালো ফলাফল (প্রায় সবাই পাস, অধিকাংশ এ প্লাস ইত্যাদি) অর্জন করছে কিভাবে? আমার মতো হয়তো আপনারাও জানেন কি সেরা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা আজ কোচিং ও টিউটর নির্ভরশীল। ভালো স্কুল-কলেজে উচ্চ-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ের সংখ্যা বেশি থাকায় এদের কোচিং ও টিউটর নির্ভরশীলতা আরও বেশি। আমার জানা মতে, এমন অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যাদের সাত-আটজন টিউটর বিভিন্ন বিষয়ে পড়াচ্ছে। এদের মধ্যে কলেজের শিক্ষকও রয়েছেন। কোচিং সেন্টার বা টিউটরদের দেয়া সুন্দর নোটগুলো এরা মুখস্থ করে এবং পরীক্ষায় উৎগীরণ করে ভালো নম্বর পেয়ে থাকে। নিজে বই পড়ে এরা বেশি কিছু শেখে না। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দীর্ঘদিনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আমাকে এ ধারণারই জন্ম দিয়েছে। আর এটাই হল আমাদের দেশের ভালো ফলাফল। সুন্দর নোট, কোচিং সেন্টার ও বহু টিউটর না থাকায় গ্রামের স্কুল-কলেজের ফলাফল স্বভাবত শহরের তুলনায় নিম্নমানের হয়ে থাকে। এর অর্থ এই নয়, সে গ্রামে মেধাবী ও সৃজনশীল ছাত্রছাত্রী নেই। সুতরাং আমি মনে করি শুধু এই ফলাফল উচ্চশিক্ষায় ভর্তির যোগ্যতার মাপকাঠি হতে পারে না।

বর্তমানে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার পরীক্ষকের ভুল ও অসতর্কতায় ক্ষতিগ্রস্ত পরীক্ষার্থী ২৫ ভাগ (প্রথম আলো ২৭-৮-০৭)। অভিযোগ আছে, অনেক পরীক্ষক বোর্ড থেকে উত্তরপত্র নিয়ে ব্যস্ততার কারণে নিজে না দেখে অনভিজ্ঞ ছেলেমেয়ে বা ছাত্রছাত্রী দিয়ে মূল্যায়ন করান। এই রকম মূল্যায়নের মূল্য নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সুতরাং প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা ২৫ ভাগের অনেক বেশি হবে। যদি এটা বাদও দেয়া হয় ক্ষতিগ্রস্ত ২৫ ভাগ শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কিন্তু কম নয়। এ সংখ্যা গত এইচএসসি পরীক্ষায় লক্ষাধিক যা কিনা সরকারি ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজগুলো মোট আসন সংখ্যার চেয়ে অধিক।

বিদেশে শুধু গ্রেড পয়েন্টের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি করা হয় এমনকি আমাদের যেসব ছাত্রছাত্রী বিদেশ পড়তে যায় তারাও ভর্তি পরীক্ষা দেয় না। ইউজিসির চেয়ারম্যান বিদেশ বলতে কোন কোন দেশ বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট নয়। বিদেশ বলতে যদি আমি উন্নত দেশ যেমন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানি, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি বুঝি তবে ওপরের উক্তিটি মোটেও সঠিক নয়। কারণ এসব দেশে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হতে গেলে অবশ্যই ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয়, তবে এ পরীক্ষার ধরন আমাদের ভর্তি পরীক্ষা থেকে ভিন্ন। যেমন আমেরিকা ও কানাডায় আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সে ভর্তি হতে হলে শিক্ষার্থীকে অবশ্যই TOEFL ও GRE বা SAT বা GMAT পরীক্ষায় একটি নির্দিষ্ট স্কোর অর্জন করতে হয় (অবশ্য এ স্কোরের মাত্রা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন)। ওই স্কোর অর্জন করতে ব্যর্থ হলে ভর্তি হওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হয়। তাহলে এ পরীক্ষাগুলো কি উচ্চশিক্ষায় ভর্তি পরীক্ষা নয়। আমাদের ভর্তি পরীক্ষার সঙ্গে এটির পার্থক্য শুধু পরীক্ষা পরিচালকের দিক থেকে কিন্তু উদ্দেশ্য অভিন্ন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ, GRE, SAT, GMAT ইত্যাদি পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের মুখস্থ ক্ষমতা নয় বরং মেধা, বিশ্লেষণী তীক্ষ্ণতা ও সৃজনশীলতার ক্ষমতা যাচাই করা হয়। আরও উল্লেখ্য, এসব দেশে উচ্চশিক্ষায় পোস্ট গ্রাজুয়েট স্তরে ভর্তি হতে হলে শিক্ষার্থীকে অবশ্যই কোয়ালিফায়িং পরীক্ষা দিতে হয় এবং এতে উত্তীর্ণ হলে ভর্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য যেসব যুক্তির ভিত্তিতে ইউজিসির চেয়ারম্যানের মতামতকে সমর্থন করেন এদের একটি যুক্তি অত্যন্ত হাস্যকর। যুক্তিটি হল জিপিএ'র ভিত্তিতে ভর্তি করা হলে বিশ্ববিদ্যালয় ভুয়া ভর্তির ঝামেলা থেকে রেহাই পাবে। এ ব্যাপারে আমার প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করে কোচিং সেন্টার না বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন? যদি প্রশাসন হয় তাহলে দায়ী কে? আমরা সব সময় নিজের অপরাধ অপরের ওপর চাপাতে সিদ্ধহস্ত। এখানে উল্লেখ্য, আমার অবস্থান সব সময়ই কোচিং সেন্টারভিত্তিক অন্তসারশূন্য শিক্ষার বিপক্ষে, তবে ইউজিসির চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের যুক্তির ভিত্তিতে নয়। পরে কোন লেখায় আমার যুক্তিগুলো তুলে ধরব।

অবশেষে বলতে চাই, উচ্চশিক্ষা শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা মাফিক ক্যারিয়ার গঠনের চূড়ান্ত পর্যায়। যোগ্য প্রার্থী উচ্চশিক্ষার সুযোগ না পেলে সৃজনশীল আলোকিত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হবে না, ফলে শুধু ব্যক্তি নয় জাতিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং মেধাবী, বিশ্লেষণী ক্ষমতাধারী ও সৃজনশীল কাউকে কোন অসম্পূর্ণ, অযাচিত ও অচিন্তিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভর্তির যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা কোনক্রমেই উচিত হবে না। প্রকৃত অর্থে এদের জন্যই উচ্চ শিক্ষা, সবার জন্য নয়, আর এই ওণাবলীগুলো শুধু উপযুক্ত ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমেই যাচাই করা সম্ভব, পাবলিক পরীক্ষার গ্রেড পয়েন্টের দ্বারা নয়। এর পরিবর্তে কোন ভ্রান্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে হয়তো ভর্তি কোচিং বন্ধ হবে; কিন্তু তখন ভালো গ্রেড পয়েন্ট পাওয়ার প্রত্যাশায় এসএসসি বা এইচএসসির কোচিং সেন্টারগুলোতে শিক্ষার্থীদের ভিড় আরও ঘনীভূত হবে ফলে কোচিং পদ্ধতি আরও বেশি প্রসার লাভ করবে এবং এমনকি ঘরে ঘরে একাধিক টিউটর দ্বারা মিনি কোচিং সেন্টার শুরু হবে।

অন্যদিকে গ্রামের শিক্ষার্থীদের গ্রেড পয়েন্ট অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সুযোগ একেবারেই পাবে না। এতে গ্রাম ও শহরের মধ্যে অসমতা আরও বৃদ্ধি পাবে ও দেশের সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। আমরা কেউই এ দুরবস্থা দেখতে চাই না। সুতরাং উচ্চশিক্ষায় ভর্তি পরীক্ষার মতোই জাতীয় বিষয় সম্বন্ধে কোন পরিবর্তন আনতে হলে বিষয়টির ভালো-মন্দ সব দিক সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত এবং এ ব্যাপারে দূরদর্শী প্রকৃত গুণীজনদের মতামত নেয়া উচিত। শুধু কারও ব্যক্তিগত আবেগের বশবর্তী হয়ে কিছু করা ঠিক হবে না।

ড. গোলাম মোহাম্মদ ভূঞা : *অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, চাবি.*